পঞ্চবটীর পাতায় পাতায় নামটি তোমার লেখা/
আবার কবে আসবে ঠাকুর কবে যে হবে দেখা।
দক্ষিণেশ্বর আজো কাঁদে তোমার অদর্শনে/
আজও সে পথ চেয়ে থাকে তোমার আসার পানে।
মাগঙ্গা চলছে বয়ে প্রকৃতির নিয়মে/
তিনিও ভাবছেন গদাই ডুব দেবে এইখানে।
তোমার জিনিসপত্র আজও ঠিকঠাক সাজানো তোমার
তারাও ভাবছে কখন ঠাকুর বসবে তাদের পরে।
আবার কবে কথামৃতের অমৃতবাণী শোনাবে/
সেই আশাতেই কাটাচ্ছি দিন প্রাণের ঠাকুর ওরে।
গর্ভগৃহের গর্ভে ভবতারিণী অধিষ্ঠিত আজও/
তাকে ফেলে যেতে তোমার হলো না কষ্ট একটু ও।
কত খেলা কত লীলা কত মান অভিমান/
মায়ের সাথেই হতো তোমার সারাদিন সারারাত।
তোমার জন্যই মা আমার কেঁদে কেঁদে হল সারা/
কেমন পুত্র তুমি ঠাকুর যার মনটা পাষাণে গড়া।।